বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনে প্রজন্মগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা

গীতা পাসি
ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত
যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস, ঢাকা

ঢাকা, ২৬শে সেপ্টেম্বর -- সেপ্টেম্বরের ২৭-২৮ তারিখে ওয়াশিংটন ডিসিতে যুক্তরাষ্ট্র 'জ্বালানি নিরাপত্তা ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বৃহৎ অর্থনীতির দেশগুলোর বৈঠকের' আয়োজন করবে। উদ্যোগটি নেয়া হয়েছে এই মৌলিক ধারণার ওপর ভিত্তি করে যে জলবায়ু পরিবর্তন একটি প্রজন্মগত চ্যালেঞ্জ, সুতরাং একে মোকাবেলা করতে হবে বৈশ্বিকভাবে।

এই বৈঠক ধারাবাহিক অনেকগুলো বৈঠকের প্রথম। এতে যোগদান করবে বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল বৃহৎ অর্থনীতি সমৃদ্ধ ১৭টি দেশ এবং জাতিসংঘ। সম্মিলিতভাবে সব অংশগ্রহণকারী দেশ মিলে বিশ্ব অর্থনীতির প্রায় ৮৫ শতাংশ এবং সারা বিশ্বে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমনের ৮০ শতাংশের প্রতিনিধিত্ব করে।

গত জুন মাসে জি-৮ নেতৃবৃন্দ এবং এ মাসের শুরুতে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে ২১ জাতি এশিয়া-প্যাসিফিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার (এপেক) নেতৃবৃন্দ এই আন্তর্জাতিক উদ্যোগ গ্রহণ করে। বৃহৎ অর্থনীতির দেশগুলোর বৈঠক এই উদ্যোগকে আরো সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

বৃহৎ অর্থনীতির দেশগুলোর বৈঠক প্রক্রিয়া জাতিসংঘের জলবায়ু আলোচনাকে সমর্থন করে। এর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত নতুন কাঠামোর প্রধান প্রধান বিষয়ে মতৈক্য তৈরি করতে বৃহৎ অর্থনীতির দেশগুলো একই মঞ্চে বসতে পারছে। বৃহৎ অর্থনীতির দেশগুলোর মধ্যে সমঝোতা সব জাতিকে উপকৃত করবে এবং ২০০৯ সালের মধ্যে 'জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘের কাঠামো চুক্তি'র অধীনে একটি নতুন বৈশ্বিক সমঝোতায় পৌঁছুতে সাহায্য করবে।

ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিকভাবে সমঝোতা হয়েছে যে জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন সমন্বিত পদক্ষেপ দরকার, যা পরিবেশকে রক্ষা করবে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে উৎসাহিত করবে এবং জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। একইভাবে বিভিন্ন দেশ সাধারণভাবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে

যে জলবায়ু পরিবর্তন একটি জটিল ও দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জ। দেশগুলো ইতিমধ্যে সমস্যাটির প্রযুক্তিগত সমাধান খুঁজে বের করার জন্য অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করছে। আর এর দ্বারাই আমাদের পরিবেশ থেকে গ্রিনহাউস গ্যাসসমূহ কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

এ বৈঠকে আমাদের সামগ্রিক লক্ষ্য হল একটি প্রক্রিয়া শুরু করা যাতে বৃহৎ অর্থনীতির দেশগুলো ২০০৮ সালের শেষ নাগাদ ২০১২-পরবর্তী কাঠামোর মূল বিষয়গুলোর ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছুবে। এতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে একটি দীর্ঘমেয়াদি বৈশ্বিক লক্ষ্য এবং জাতীয়ভাবে নির্ধারিত মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যসমূহ।

আমরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছি কিভাবে বৃহৎ অর্থনীতির দেশগুলো বেসরকারি খাতের সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নয়নকে এবং পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তির ব্যবহারকে ত্বরান্বিত করবে। গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস করতে কার্যকর বৈশ্বিক পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তির ব্যবহার।

আমরা প্রধান প্রধান খাতগুলোর জন্য কর্মসূচি প্রণয়ন করব, যেমন উন্নত কয়লা ও পরিবহন খাত। আমরা নির্গমন রিপোর্টিং জোরদার করতে এবং ব্যবসায়িক পর্যায়ে আমাদের নির্গমন হ্রাসকে কিভাবে পরিমাপ করবো তা সমন্বয় করতে সম্মত হবো।

বৈঠকের সময় আমরা প্রত্যেকটি দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করব, ২০১২ সাল পরবর্তী অগ্রগতির জন্য সুযোগ ও অগ্রাধিকার নিয়ে কাজ করবো, পরিচ্ছন্ন জ্বালানি প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা ও এর উন্নয়নের জন্য আশু প্রয়োজনগুলোসহ সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করবো।

ব্যক্তি খাত ও বেসরকারি সংগঠনগুলো বৈঠকে অংশগ্রহণ করবে। আমরা তাদের কাছ থেকে শুনবো তারা কি কি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়, কি ধরনের প্রযুক্তি তাদের কাছে রয়েছে, কি ধরনের প্রযুক্তি তৈরি হচ্ছে এবং তহবিল সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জগুলো কিভাবে মোকাবেলা করছে।

২০১২ পরবর্তী কাঠামোয় সব দেশকে অর্থবহভাবে সম্পৃক্ত করা উচিত এবং এতে বিভিন্ন দেশ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় নিজস্ব প্রয়োজন ও সম্পদের ভিত্তিতে যেসব সমাধান ও পদ্ধতি গ্রহণ করবে তার বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। সকলের জন্য একই পদ্ধতির বদলে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে আমরা নমনীয়তা, উদ্ভাবন কুশলতা ও দলীয় কর্ম চেতনার পক্ষে প্রচারণা চালাব।

বিশ্বের বৃহৎ অর্থনীতির দেশগুলো যদি এগিয়ে যাওয়ায় সম্মত হয়, তাহলে সেই ঐকমত্য জাতিসংঘের মাধ্যমে বৃহত্তর সমঝোতার সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করবে। এই প্রজন্ম ও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ধরিত্রীর নাজুক ভারসাম্য রক্ষা করতে এবং ব্যবস্থাপনা করতে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাছ থেকে স্থায়ী অঙ্গীকার আদায় করতেও এই মতৈক্য সাহায্য করবে।

==========

জিআর/ ২০০৭

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার'-এর প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *ওয়েবসাইট:* *dhaka.usembassy.gov*) *যোগাযোগ করুন।*